দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 MAY 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

চট্টগ্রাম ভার্সিটির হলে পুলিশের তল্লাশী অভিযান ॥ অস্ত্র উদ্ধার ॥ গ্রেফতার ৮ ॥ ট্রেনে আবার গুলীবর্ষণে আহত ১০

চট্টগ্রাম ভার্সিটি রিপোর্টার ॥ গতকাল (রবিবার) ভোরে চট্টগ্রাম জেলায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হলে একযোগে দীর্ঘ ৬ ঘন্টাধিককাল তল্লাশী চালাইয়া ৮টি অস্ত্রসহ ৮ জনকে আটক করিয়াছে। গতকাল ভোর সাড়ে ৩টা হইতে সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত জেলার ১৩টি থানার পুলিশ কর্মকর্তা, কনষ্টেবল এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে প্রায় ৭ শত পুলিশ প্রথমে ৬টি হল ঘিরিয়া ফেলে। পরবর্তীতে হল প্রভোষ্টগণ এবং

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটির

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রক্টরের উপস্থিতিতে একযোগে ৬টি হল এবং পার্শ্ববর্তী কটেজে অভিযান চালাইয়া উল্লেখিত সংখ্যক অস্ত্রসহ ৮ জন ছাত্রকে আটক করে। পুলিশ শাহ আমানত হলের ৫২৩ নং রুম হইতে মোহাম্মদ ইউসুফের বিছানার নীচ হইতে ১টি একনলা বন্দুক উদ্ধার করে। পুলিশ কর্তৃক বিভিন্ন হল হইতে ৫টি ১ নলা বন্দুক, ১টি কাটা রাইফেল, ২টি এলজি, ২৮ রাউন্ড গুলী, ২টি কুড়াল, ৫টি কিরিচ, ১২টি চকলেট বোমা, ১টি চাকু এবং ৬টি লোহার রড উদ্ধার করে। পুলিশ শাহ আমানত, শাহ জালাল, সোহরাওয়ার্দী, শহীদ আবদুর রব, আলাওল এবং এফ রহমান হল হইতে আরও ৭ জনকে আটক করিয়াছে। আটক এই ৭ জন শিবির কর্মী বলিয়া জানা যায়। শিবির কর্মীরা হইতেছে জাহেদুল ইসলাম, জোবায়ের ইসলাম, শাহাদৎ হোসেন, মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, মাকসুদুল আলম, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এবং মিজানুর রহমান।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা অব্যাহত রহিয়াছে। গতকাল (রবিবার) বিকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাড়িয়া আসা শাটল ট্রেন সোয়া ৬টার সময় ষোলশহর ষ্টেশনের আউটার এলাকায় পৌছাইলে কতিপয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী উপর্যুপরি গুলীবর্ষণ করিলে ট্রেন হইতে হুড়াহুড়িতে নামিতে গিয়া ৮/১০ আহত হইয়াছে। মারাত্মকভাবে গুলীবিদ্ধ ট্রেনের পরিচালক (গার্ড) পিকে মন্ডলকে প্রথমে রেলওয়ে হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। গুলীবর্ষণের ফলে ট্রেনে আসা স্বল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী আর্তচিৎকার করিয়া ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়ে।

অপর এক ঘটনায় সকাল ১১টার সময় কতিপয় শিবির কর্মী চান্দগাঁও ছাত্রলীগ নেতা আকবর ও আতিককে চট্টগ্রাম কলেজ এলাকায় ধরিয়া নির্যাতন চালাইলে গোয়েন্দা পুলিশ তাহাদেরকে উদ্ধার করিয়া হাসপাতালে পাঠায়।

গতকাল (রবিবার) হইতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ শুরু হওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা থাকিলেও নগণ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর কারণে তেমন কোন ক্লাস হয় নাই। গত কয়েকদিন ধরিয়া ট্রেন, বাসসহ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনার কারণে গতকাল (রবিবার) ক্যাম্পাসে খুবই কমসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে ভর্তিচ্ছু বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাসে আসে। গতকাল ফ্যাকাল্টি এলাকায় ছাত্রলীগের কয়েকজনকে দেখা গেলেও ছাত্র শিবিরের কাউকে দেখা যায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত ৫ সদস্যবিশিষ্ট লিয়াজোঁ কমিটি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সহিত আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রাখিয়াছে। গত শনিবার রাতে এফ রহমান হলে শিবির নেতৃবৃন্দের সহিত বৈঠক করিলেও আলোচনা ফলপ্রসূ হয় নাই বলিয়া জানা যায়। শিবির তাহাদের ২ দফা দাবী পেশ করিয়াছে। শিবির হল দখল ও বহিরাগত মুক্তসহ সন্ত্রাসী ঘটনায় আহতরা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ বন্ধ না রাখিলে তাহাদের অবরোধ কর্মসূচী অব্যাহত থাকিবে।

SHEET — OF — SHEETS